Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 24, 1430 Bangla, April 07, 2024, Sunday, No. 98, 54th year

H I G H L I G H T S

AL GS Obaidul Quader urges everyone to be cautious about BNP-Jamaat and says if they come to power, they will swallow sovereignty, democracy, people's security and whole Bangladesh. (R. Today: 13)

Home Minister Asaduzzaman Khan hinted at stern measures against Kuki-Chin National Front (KNF) in connection with attacks on banks and robberies at Ruma and Thanchi of Bandarban. (BBC: 3)

Conversely, BNP SJSG Ruhul Kabir Rizvi condemned recent actions of KNF in Bandarban as clear manifestation of government's incompetence. (VOA: 5)

Opposition Leader and JP Chairman GM Quader expressed grave concern over recent terrorist attacks by KNF in Bandarban. (Jago FM: 16)

Foreign Minister Hassan Mahmud stated, all-out efforts with persuasion and negotiations are being made to rescue Bangladeshi ship MV Abdullah's crew held captive by Somali pirates. (VOA: 7)

AL presidium member Jahangir Kabir Nanak claimed, BNP became isolated from mainstream politics; added, BNP now is only criticising government. (VOA: 7)

Meanwhile, BNP standing committee member Abdul Moyeen Khan alleged, ruling AL is not giving a chance to express dissent; called for an inclusive, equitable, and free election. (VOA: 7)

The pressure of foreign debt on Bangladesh is increasing. Now the govt is walking on the path of debt repayment by taking another debt. If this situation continues, a crisis is waiting for Bangladesh. CPD says per capita debt is now one and a half lakh taka. (DW: 8)

Reason behind Bangladesh's dependence on Imports from India and China is economic: According to experts on question of boycott. (DW: 10)

A number of trains left Kamalapur railway station late on the Eid journey. Passengers suffered due to this. (R. Today: 13)

Several regions of Bangladesh experienced a moderate heat wave as temperature in Chuadanga reached a scorching 40.2 degrees Celsius. (VOA: 5)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২৪, বাংলা ১৪৩০, এপ্রিল ০৭, ২০২৪, রবিবার, নং- ৯৮, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

বিএনপি-জামায়াতের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এরা ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব গিলে খাবে, গণতন্ত্র গিলে খাবে, মানুষের নিরাপত্তা গিলে খাবে, গোটা বাংলাদেশ গিলে খাবে। (রেডিও টুডেঃ ১৩)

বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ব্যাংকে হামলা ও ডাকাতির ঘটনায় সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। (বিবিসিঃ ৩)

অন্যদিকে বান্দরবানে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে সরকারের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। (ভোয়াঃ ৫)

বান্দরবানে কেএনএফ-এর কয়েক দিনের সন্ত্রাসী হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। (জাগো এফএমঃ ১৬)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ আব্দুল্লাহর নাবিকদের উদ্ধারে আলোচনা ও চাপসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। (ভোয়াঃ ৭)

আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন বিএনপি মূলধারার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বিএনপি শুধু সরকারের সমালোচনা করছে। (ভোয়াঃ ৭)

এদিকে, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান অভিযোগ করেছেন যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে না; অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথ সুগম করার দাবি। (ভোয়াঃ ৭)

বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণের চাপ বাড়ছে। আর এখন ঋণ করে ঋণ পরিশোধের পথে হাঁটছে সরকার। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের জন্য সামনে সংকট অপেক্ষা করছে। সিপিডি বলছে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ এখন দেড় লাখ টাকা। (ডয়েচে ভেলেঃ ৮)

ভারত ও চীনের নানা ধরনের পণ্য আমদানির উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা অর্থনৈতিকঃ বয়কটের প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের মত। (ডয়েচে ভেলেঃ ১০)

ঈদ যাত্রায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কয়েকটি ট্রেন আজ দেরিতে ছেড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। (রেডিও টুডেঃ ১৩)

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপ প্রবাহ; চুয়াডাঙ্গায় উঠলো দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। (ভোয়াঃ ৫)

বিবিসি

বান্দরবানের পাহাড়ে কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত কিন্তু অভিযান কী সহজ হবে

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ব্যাংকে হামলা ও ডাকাতির ঘটনায় সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে আরও কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। তবে ভেরিফায়েড নয় এমন একটি ফেসবুক পাতায় কেএনএফ তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে 'সামরিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা রাষ্ট্রের উচিত হয়নি।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান শনিবার রুমায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেছেন,"নিরাপত্তা বাহিনী এখন যা করা দরকার সেটাই করবে। [ব্যাংক ডাকাতিতে] কারা জড়িত ও কারা সহযোগিতা করেছে তা বের করা হবে।" মঙ্গল ও বুধবারের ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী অভিযানের কথা বলে আসছে। কিন্তু অপহৃত ব্যাংক কর্মকর্তাকে উদ্ধার করা গেলেও লুট হওয়া অস্ত্র গত তিনদিনেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর আগে বুধবার দুপুরে থানচির ঘটনার পরপর ঢাকায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান রুমা ও থানচির ঘটনার জন্য কেএনএফকে দায়ী করেন। যদিও তখন কেএনএফ-এর দিক থেকে এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে কেএনএফ এর দিক থেকে তাদের মিডিয়া ও ইন্টেলিজেন্স উইং এর পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি তাদের ফেসবুক পাতায় প্রকাশ করা হয়। যদিও এই ফেসবুক পাতাটি ভেরিফায়েড নয়, তবে কেএনএফের অনেক বক্তব্য ও বিবৃতি সেখানে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। ওই বিবৃতিতে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ বান্দরবানে শান্তি আলোচনার শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে সরকারের বিরুদ্ধে। তবে এই ফেসবুক পাতা এবং তাতে কেএনএফ এর বিবৃতি সম্পর্কে বিবিসি কোনো নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। তবে 'শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির' মুখপাত্র কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, আলোচনার শর্ত লঙ্ঘনের মতো কিছুই ঘটেনি। তিনি বলেছেন, শান্তি বৈঠকে যে-সব আলোচনা হয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সময় দেয়নি কেএনএফ। প্রসঙ্গত, এলিট ফোর্স র‍্যাব শুক্রবারই জানিয়েছে যে কেএনএফ এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশ সমন্বিত সাঁড়াশি অভিযান শুরু করবে। এর আগে ২০২২ সালের শেষ দিকে পাহাড় এলাকায় কেএনএফ এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছিল র‍্যাব।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) শামীম কামাল বলছেন, তার মনে হচ্ছে অনেক দিন প্রস্তুতি নিয়েই গেরিলা হামলা শুরু করেছে কেএনএফ এবং সে কারণেই এ ধরনের হামলা অব্যাহত রাখার চেষ্টা হতে পারে। "পাহাড়ে অভিযান চালানো খুব একটা সহজ নয়। অভিযানে সফলতা কতটা আসবে তা নিয়েও সংশয় আছে কারণ কেএনএফ হিট অ্যান্ড রান কৌশল নিয়েছে। আবার হুট করে তাদের সাথে শান্তি আলোচনাও বাতিল করা ঠিক হয়নি। সবমিলিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করা হলো, যার সমাধান কঠিন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. কামাল পাহাড়ি শান্তি চুক্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং কর্মজীবনে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলে দুই দফা কাজ করেছেন। রুমা উপজেলা কমপ্লেক্সে সোনালী ব্যাংক ও পুলিশের থাকার জায়গা পরিদর্শনের পর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সাংবাদিকদের বলেছেন, পাহাড় আবার অশান্তি হবে এটা তারা চিন্তা করেননি। "এখন পর্যন্ত যা মনে করছি অস্ত্র ও পোশাক সহকারে এখানে ঢুকবে আর আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বসে থাকবে এটাও কাম্য নয়। যা করার নিরাপত্তা বাহিনী এখন সেটাই করবে। আমরা কঠোর অবস্থানে যাবো। কোন ভাবেই আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে দিবো না। এখানে অশান্তি হোক সেটা আমরা চাই না," বলছিলেন তিনি। একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে মি. খান বলেন ঘটনাটি কারা করেছে এবং কাদের সহযোগিতা ছিল সবগুলোই তারা বের করবেন। "কোন বিষয়কে আনচ্যালেঞ্জড যেতে দিবো না। কারও গাফিলতি আছে কি না সব দেখব।" ২০২২ সালে পাহাড়ে কেএনএফ ও জঙ্গি বিরোধী অভিযানের সময় র‍্যাব বলেছিলো যে পাহাড়ি এলাকার ছয়টি নৃগোষ্ঠীকে নিয়ে কেএনএফ গড়ে উঠেছে। তখন কেএনএফ এর সত্যের জন্য সদস্য ও নেতাকে আটকের তথ্য দিয়ে র‍্যাব তাদের কাছ থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারেরও দাবি করেছিলো। এরপর গত বছরের জুলাই মাসে কেএনএফ এর সাথে শান্তি আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং নভেম্বরে বান্দরবান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির সাথে সরাসরি আলোচনায় অংশ নেয় কেএনএফ এর একটি দল। এখন শনিবার সন্ধ্যায় কেএনএফ তাদের আনভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় আলোচনার শর্ত লঙ্ঘনের যে অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে তুলেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে কমিটির সাথে বৈঠকে কেএনএফ কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলো এবং সরকার পক্ষ তা মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিশেষ করে কেএনএফ এর যাদের আটক করা হয়েছিলো তাদের 'পাঁচ মাসেও মুক্তি দেয়া হয়নি বলে' বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে কেএনএফ। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ তুলে গেরিলা হামলার পথ বেছে নিয়েছে কেএনএফ। তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির মুখপাত্র কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা বলছেন আলোচনার শর্ত লঙ্ঘনের মতো কিছুই ঘটেনি বরং আলোচনার সময় তাদের সাথে যে-সব বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিলো সেগুলো ইতিবাচক ভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। "চুক্তি লঙ্ঘনের প্রশ্ন ওঠে না। তারা যা বলেছিলো সেগুলো পর্যালোচনা করে কাজ হচ্ছিল। কোনো কোনো বিষয় চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। এরপরেও আপত্তি থাকলে তারা তো জানাতে

পারতো যে কোনটা লঙ্ঘন হচ্ছে বা কোনটা করা হচ্ছে না। সেসব কিছু না বলে হামলা, ডাকাতি, লুট বা অপহরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না," বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন।

কমিটির একজন সদস্য মনিরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলছেন সরকারের কাছে দাবিগুলো পাঠালে তারা সেগুলো পূরণের উদ্যোগ নেয়। এর মধ্যে দুজনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং আরও কয়েকজনের মুক্তি প্রক্রিয়াধীন। "আর দ্বিতীয় সংলাপে উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছিল যে, আগামী সংলাপের আগে কেএনএফ কারাগারে আটকদের সঠিক তালিকা দিবে। এছাড়া কোন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকলে ২২শে এপ্রিল তৃতীয় সংলাপে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই সব দাবি দাওয়া পূরণ হয়ে যাবে- এ রকম আশা করাটাও কি ঠিক হবে?" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। স্থানীয় সিভিল সোসাইটি ও জেলা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত এই 'শান্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির' সাথেই দুই দফা সরাসরি বৈঠক করেছিলো কেএন এফ। আলোচনার সময় এ কমিটিতে সরকারের প্রতিনিধিও ছিল। শুক্রবার বান্দরবানে এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের মুখপাত্র খন্দকার আল মঈন বলেছেন তারা মনে করেন, গত কয়েক দিনে ব্যাংক ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। "প্রথমত, টাকা লুটপাট ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শন করা।" কিন্তু প্রশ্ন হলো শান্তি আলোচনা চলাকালে কেএনএফ রুমা ও থানচির হামলা করলো কেন? বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ মনে করে নানা কারণে অর্থ সংকটে পড়েছে কেএনএফ এবং সে কারণেই তারা ব্যাংকে হামলা করে টাকা লুট করতে চেয়েছে। তবে নিরাপত্তা বিশ্লেষক শামীম কামাল বলছেন কেএনএফ-এর জন্মই হয়েছে এক প্রগাঢ় হতাশা থেকে এবং সেই হতাশা এসেছে তীব্র বঞ্চনা থেকে। "গেরিলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে একটি গোষ্ঠীকে ধ্বংস করা গেলে দেখা যায় আরেকটি নতুন গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এজন্যই মূল সংকটের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত।"

প্রসঙ্গত, পাহাড়ে শান্তি আনতে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে জনসংহতি সমিতির সাথে চুক্তি করেছিলো সরকার, যা শান্তি চুক্তি নামেই পরিচিত। কেএনএফ এর প্রধান হিসেবে কর্তৃপক্ষ যার নাম বলছে সেই নাথান বম একসময় জনসংহতি সমিতির সাথে সম্পৃক্ত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে জনসংহতি সমিতি ভেঙ্গে যায় ও ইউপিডিএফ নাম সংগঠন তৈরি হয়। সেটিও এখন আবার কয়েকভাবে বিভক্ত। এসব সংগঠনেরই বড় অভিযোগ সরকার শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। বিশেষ করে পাহাড়িদের ভূমির অধিকার প্রশ্নে সরকার যত্নবান নয় বলে তাদের দাবি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) শামীম কামাল বলছেন যে শান্তি চুক্তি হওয়ার পর ২৭ হাজারের মতো মামলা হয়েছে ভূমি নিয়ে, যার একটিরও নিষ্পত্তি হয়নি। "শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়াই আজকের এমন পরিস্থিতির মূল কারণ, এদিকে মনোযোগ দিতেই হবে। তা না করে এসব অভিযানে টেকসই কিছু অর্জন হবে না। কারণ ক্ষোভ থেকেই যাবে। আজ এ সংগঠন আছে, কাল অন্য সংগঠন তৈরি হবে," বলছিলেন মি. কামাল। সেনা কর্মকর্তা হিসেবে পাহাড়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই শামীম কামাল বলছেন তার ধারণা ২/৩ বছর ধরে প্রস্তুতি নেয়ার পর এখন গেরিলা হামলা শুরু করেছে বমদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা কেএনএফ, যারা পাহাড়ের নয়টি উপজেলাকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা চাইছে। মিয়ানমারের চিন প্রদেশে ও ভারতের মিজোরামেও তাদের লোক আছে। কিন্তু ২০২২ সালে ব্যাপক অভিযানের মুখে পড়ে মিজোরামে গিয়ে কেএনএফ এর লোকজন সুবিধা করতে পারেনি বলে মনে করে ওই অঞ্চলের পুলিশ-প্রশাসন। আবার পার্বত্য এলাকায় সেনাবাহিনীর যে পাঁচশর মতো ক্যাম্প ছিল সেখান থেকে পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় ১৩০টির মতো ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিয়েছে সরকার। সেখানে আবার পরে এপিবিএন যাওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটি হয়নি। ফলে কিছু এলাকায় ক্যাম্প প্রত্যাহারের পর কার্যত নিরাপত্তা বাহিনীর কোন উপস্থিতিই নেই। অনেকে মনে করেন কেএনএফ এর মতো পাহাড়ের কিছু সংগঠন এসব এলাকার সুবিধা নিচ্ছে। শামীম কামাল বলছেন নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান এখন যেখানে কম, সেগুলো ঝুঁকিতে পড়েছে এবং সবমিলিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়েছে। "এখন যা পরিস্থিতি তাতে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার করাই তো কঠিন মনে হচ্ছে। পাহাড়ে অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী লাগবেই। কোন কোন জায়গায় এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যেতে ১০/১২ ঘণ্টা সময় লাগে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। মি. কামাল বলেন গেরিলা হামলা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত কেএনএফ তাদের বিবৃতিতে দিয়েছে। "বাংলাদেশের ওপাড়ে মিয়ানমারের চীন প্রদেশের চীন ন্যাশনাল আর্মি থেকেও কেএনএফ'র সহযোগিতা পাওয়ার আশঙ্কা আছে। এসব কিছু বিবেচনা করলে সাঁড়াশি কোন অভিযান পরিচালনা করলেও তা খুব একটা সহজ হবে না," তিনি বলছিলেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:০৬.০৪.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

রুহুল কবির রিজভী: কেএনএফ'র সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড সরকারের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট লক্ষণ

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডকে সরকারের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার (৬ এপ্রিল) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। রিজভী আরো বলেন, তথাকথিত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলা এবং তাদের অস্ত্র লুটপাট শেখ হাসিনার সরকারের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট লক্ষণ। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে বাংলাদেশ এখন প্রতিবেশী দেশগুলোর যুদ্ধ করিডোরে' পরিণত হচ্ছে উল্লেখ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব। তিনি বলেন, সরকার সীমান্ত অরক্ষিত রেখে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন করতে রাজধানীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লাখ লাখ সদস্য মোতায়েন করে রেখেছে। আমাদের সীমান্ত কেন অরক্ষিত, সরকার জনগণকে এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি যোগ করেন রিজভী। তিনি অভিযোগ করেন যে একজনের সিংহাসন সুরক্ষিত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে জানতে পারে না। তবে, তারা বিরোধী কর্মীদের ফাঁদে ফেলার চক্রান্ত করতে পারে রিজভী আরো বলেন। কেএনএফ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য চটকদার ও উদ্বেগজনক, উল্লেখ করেন রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন যে কেএনএফ সদস্যদের বাংলাদেশের ভূমি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। রিজভী অভিযোগ করে বলেন, শুধু বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত অরক্ষিত নয়; বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তেও প্রতিনিয়ত দেশের নিরীহ মানুষ হত্যার শিকার হচ্ছে, রক্তপাতের ঘটনা ঘটছে। সীমান্ত হত্যা নিয়ে শেখ হাসিনা ও তার সরকার মুখ খুলছে না বলে অভিযোগ করেন রিজভী। বলেন,বিএসএফ যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই সীমান্তে বার বার বাংলাদেশিদের হত্যা করছে। গত তিন মাসে খুন হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। এমনকি স্বাধীনতা দিবসে (২৬ মার্চ) নওগাঁ ও লালমনিরহাট সীমান্তে আল আমিন ও লিটন নামে দুজন নিহত হয়েছেন। জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বর্তমান সরকার স্বাধীনতা দিবস পালন করলেও, আল আমিন ও লিটন হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান: সন্ত্রাসীদের ছাড় দেয়া হবে না

কোনো অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজকে পার্বত্য অঞ্চলের ভূখণ্ডে থাকতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। শনিবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে বান্দরবান সার্কিট হাউজে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক একটি রুদ্ধ দ্বার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, সম্প্রতি রুমা উপজেলায় ব্যাংক ডাকাতি, অস্ত্র লুট ও থানছি উপজেলায় প্রকাশ্যে গুলির ভয় দেখিয়ে দুটি ব্যাংকে ডাকাতির মতো ঘটনা যারাই ঘটিয়েছে তারা জঘন্য অপরাধ করেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে। কাজেই রাষ্ট্র এখানে চুপ থাকতে পারে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এলাকার জনগণের অধিকতর নিরাপত্তার স্বার্থে তিন পার্বত্য জেলায় পুলিশ ও আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তাই করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে সেনাপ্রধানকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বলেন, এখানে একটি সাড়াশী অভিযান চালানো হবে। কোনো অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজকে পার্বত্য অঞ্চলের ভূখণ্ডে থাকতে দেয়া হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান বলেন, "অনেক ধৈর্য নিয়ে আমরা ওই সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আলাপ এগিয়েছে যাচ্ছিল। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লার নেতৃত্বে শান্তি রক্ষা কমিটি তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দুই দফা আলোচনার পর উভয় পক্ষ কিছু শর্তে সমঝোতায় পৌঁছায়। কিন্তু তারা আলোচনার পথে না থেকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে পুনরায় বেছে নেয়। তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিহত করতে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে অভিযান পরিচালনা করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। সন্ত্রাসী কাজে জড়িত কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। সন্ত্রাসীরা ভারতে কিংবা মিয়ানমারে পালিয়ে থাকলেও, ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের ধরে এনে দেশের মাটিতে বিচার করা হবে; বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশের প্রকৃতিতে রুদ্ররূপ, বিভিন্ন জেলায় মাঝারি তাপপ্রবাহ

বাংলা বর্ষপঞ্জির পাতায় গ্রীষ্মকাল আসতে আরো ক'দিন বাকি। তবে তাপ বাড়ছে প্রকৃতিতে, আবহাওয়া ফিরে যাচ্ছে তার রুদ্ররূপে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যাচ্ছে মাঝারি তাপ প্রবাহ। ইতোমধ্যেই চুয়াডাঙ্গার তাপমান ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। শনিবার (৬ এপ্রিল) চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে; ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশের কিছু অংশে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। শনিবার (৬ এপ্রিল) নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে; বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলাসহ রাজশাহী বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা আরো এলাকায় বিস্তার লাভ করতে পারে। বুলেটিনে বলা হয়, জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বেশি এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায়

অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এদিকে, বৃষ্টির পূর্বাভাসে বলা হয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, দেশের অন্য বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সিনপটিক অবস্থা সম্পর্কে আবহাওয়া অফিস জানায়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ হিমালয় পাদদেশীয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। শনিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৪২ মিলিলিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে সিলেটে।শুক্রবার (৫ এপ্রিল) বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় সিলেটে।

দাবদাহে পুড়ছে চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় শনিবার (৬ এপ্রিল) এই মৌসুমের সর্বোচ্চ ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এই তাপদাহে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। হত এক সপ্তাহজুড়ে এ জেলার ওপর দিয়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। শুক্রবার চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা ছিলো ৩৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক আলতাফ হোসেন জানান, শনিবার দুপুরে ৩৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। বিকেল ৩টায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা দেশের ও চলতি মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। তিনি আরও বলেন, এপ্রিলের শুরু থেকে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে মৃদু তাপ প্রবাহ শুরু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে তা তীব্র তাপপ্রবাহে পরিণত হয়েছে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় প্রচুর ঘাম ঝরছে এবং গরমের তীব্রতা বেশি অনুভূত হচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন একই থাকতে পারে বা বাড়তে পারে। এই জেলায় এ মাসে অতি তীব্র তাপপ্রবাহের আশঙ্কা আছে বলে জানায় আবহাওয়া বিভাগ। আলতাফ হোসেন বলেন এমন পরিস্থিতি থাকবে আরো কয়েকদিন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তাকে বলা হয় মৃদু তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা যদি ৩৮-৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে তবে তাকে বলা হয় মাঝারি তাপপ্রবাহ। আর তাপমাত্রা ৪০-৪১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলে তা হয় তীব্র তাপপ্রবাহ। আর, তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গেছে তাকে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ওবায়দুল কাদের: 'পাহাড়ে যৌথ অভিযান চলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যৌথ অভিযান চলছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল ওবায়দুল কাদের। শনিবার (৬ এপ্রিল) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি। তিনি বলেন, পাহাড়ে যৌথ অভিযান চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ঘটেছে, গোটা পাহাড় অশান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। চীন ও ভারত সীমান্তের কাছে 'চিন' নামে একটা স্টেট আছে। ওখানে কেএনএফ এর একটি ঘাঁটি আছে বলে মনে করা হয়। তাদের সঙ্গে আগে আলোচনা হলেও, কেন তারা বিদ্রোহ করলো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেখানে যৌথ অভিযান চলছে;" যোগ করেন ওবায়দুল কাদের। তবে, সীমান্ত থেকে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন এদের মদদ দিচ্ছে বলে মনে করেন না তিনি। এর আগে শুক্রবার (৫ এপ্রিল) ওবায়দুল কাদের জানিয়েছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সহিংসতার বিষয়ে সরকার কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। তিনি বলেছিলেন,সেখানে যৌথ অভিযান চলছে। শিগগিরই পরিস্থিতি শান্ত হবে।" ওবায়দুল কাদের আরো বলেছিলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রামে ছোট একটি গ্রুপ সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করেছে। এই গ্রুপগুলো রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িতে নেই। শুধু বান্দরবানে আছে। এই গোষ্ঠীর কিছু তরুণ অস্ত্রশস্ত্রসহ মহড়া দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, যে এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, অচিরেই পরিস্থিতি শান্ত হবে।

কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)

বান্দরবানে নতুন সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ২০২২ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেএনএফের ঘোষণা ও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার অন্তত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তারা। এ সময় তারা ফেসবুকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম উপজেলাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি করে। এদিকে, কেএনএফ পাহাড়ে তাদের আস্তানায় সমতলের নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতিপূর্বে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল। সেই আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০২৩ সালে অভিযান চালিয়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া ও কেএনএফের বেশ কয়েক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

জিম্মি জাহাজ আব্দুল্লাহর নাবিকদের উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে জানালেন হাছান মাহমুদ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজ আব্দুল্লাহর নাবিকদের উদ্ধারে আলোচনা ও চাপসহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। শনিবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর ওয়াইএনটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন। যারা জাহাজ অপহরণ করেছে তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। নাবিকরা ভালো আছেন। তাদের খাবার-দাবারে কোনো অসুবিধা নেই জানান হাছান মাহমুদ। তিনি আরো জানান, নাবিকরা কেবিনে আছেন। আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা আশা করছি শিগগিরই তাদের মুক্ত করা সম্ভব হবে; জানান হাছান মাহমুদ। দস্যুদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বলেন, সেই জাহাজের আশেপাশে বিদেশি জাহাজ প্রস্তুত আছে। আলোচনার পাশাপাশি,জলদস্যুদের ওপর নানামুখী চাপ রয়েছে। উদ্ধারের দিনক্ষণ বলা সম্ভবপর নয় তবে, অনেক অগ্রগতি হয়েছে জানান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি মূলধারার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বললেন নানক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন যে বিএনপি মূলধারার রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। "জনবিচ্ছিন্ন হয়ে বিএনপি এখন শুধু সরকারের সমালোচনা করছে" বলেন নানক। শনিবার (৬ এপ্রিল) রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগর ও আদাবর থানার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। নানক বলেন, বিএনপির নেতার ঘরে বসে বসে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলে। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে দলটি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আর আওয়ামী লীগ দেশের যেকোনো পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে আছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

মঈন খান: 'আওয়ামী লীগ ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে না'

এদিকে, শনিবার (৩০ মার্চ) বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান অভিযোগ করেছেন যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে না। এটা স্বাভাবিক যে বাংলাদেশের কিছু লোক আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবে; কেউ বিএনপি বা অন্য কোনো দলের পক্ষ নেবে। বাংলাদেশ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু দেশে এখন তা অনুপস্থিত। এ অবস্থায় আমরা কীভাবে বাঁচবো যোগ করেন মঈন খান। মঈন খান আরো বলেন, বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর দমন-পীড়ন বন্ধ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণ এখন গণতন্ত্র, ভোটের অধিকার ও বাক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ড. খান বলেন, আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করুন এবং দেশে জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করুন। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে ড. মঈন বলেন, বিএনপি বিদেশিদের সমর্থনে নয়, জনগণের ভোটে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য লড়াই করছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বাংলাদেশে পবিত্র শবে কদর পালন

বাংলাদেশে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে পালিত হচ্ছে পবিত্র লাইলাতুল কদর বা শবে কদর। শনিবার (৬ এপ্রিল) সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় এই পবিত্র রজনীর আনুষ্ঠানিকতা। মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় রাত এটি। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা পবিত্র এই রজনি উপলক্ষ্যে বিশেষ ইবাদতে নিবেদিত হন। দেশের পাশাপাশি, মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করা হয় এই রাতের মোনাজাতে। পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণী দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি তার বাণীতে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ, অভাব-অনটনসহ বিভিন্ন কারণে হাজার হাজার মানুষ অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। সব সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে শবে কদরের রাতে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম জাহানের উত্তরোত্তর উন্নতি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন। শবে কদর উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কোরআনে এ রাতকে হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। লাইলাতুল কদরের রাতটি মুসলিমদের কাছে অনেক বরকতময়। ইসলাম ধর্ম মতে, মাহে রমজানের এ রাতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআন মাজিদ নাজিল করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

জিম্মি ২৩ নাবিককে খুব শিগগিরি মুক্ত করা সম্ভব: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন সোমালিয়ায় জলদস্যুর কবলে পড়া বাংলাদেশি জাহাজ এমভি আব্দুল্লাহর নাবিকদের উদ্ধারে সবধরনের প্রচেষ্টা চলছে। হাইজ্যাকারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং নাবিকরা ভালো আছে। তাদের খাবার-দাবারেরও কোনো অসুবিধা নেই। আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে ফলে আমরা আশা করছি, সহসা তাদের মুক্ত করা সম্ভব হবে। আজ (শনিবার) চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানজি পুকুর লেন ওয়াইএনটি

সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ মন্তব্য করেন। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, এমভি আব্দুল্লাহর আশপাশে বিদেশি জাহাজও প্রস্তুত আছে। আলোচনার পাশাপাশি হাইজ্যাকারদের ওপর নানামুখি চাপও রয়েছে। আমরা আশা করছি, সহসা জাহাজ এবং নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভব হবে। তবে দিনক্ষণ বলা সম্ভব নয়।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বান্দরবানে সশস্ত্র হামলা ব্যাংক লুটকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চলছে

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানে হামলা ও ব্যাংক লুটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। আজ (শনিবার) রুমা উপজেলা কার্যালয়ের সামনে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'অস্ত্র–পোশাকসহ তারা ঢুকবে, আর আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বসে থাকবে, তা কাম্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা কঠোর অবস্থানে যাব। কোনোক্রমেই আইন ভঙ্গ করতে দেব না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, হঠাৎ করে কেন এখানে এমন ঘটনা ঘটল তা তদন্ত করা হচ্ছে। অর্থ সংগ্রহের জন্য এই হামলা হয়েছে বলে এখন পর্যন্ত সরকার মনে করছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কারা করেছে, কাদের সহযোগিতা ছিল—সবকিছু বের করা হবে। আমরা সবকিছু খতিয়ে দেখছি। বান্দরবানে সশস্ত্র গোষ্ঠী কেএনএফের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান শুরু হয়েছে।
(রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

এনএইচকে

ভূমিকম্পের ৭২ ঘণ্টার বেশি পরেও তাইওয়ানে উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত

বুধবারের শক্তিশালী ভূমিকম্পের ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় পর শনিবার সকাল পর্যন্ত তাইওয়ানে বারো জন নিখোঁজ রয়েছেন। এই সময়ের পর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা দ্রুত হ্রাস পায়। কর্তৃপক্ষ বলছে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা পর্যন্ত ১২ জনের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, যে হিসাব হচ্ছে শুক্রবারের চেয়ে দু'জন বেশি। এদের মধ্যে বিদেশিরাও রয়েছেন। এদের অনেকেই সেই সময় ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের কাছে দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলা হুয়ালিয়েনের কাছে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র তারোকো গিরিপথের কাছাকাছি জায়গায় ছিলেন বলে মনে করা হয়। বৃষ্টিপাতের মধ্যে উদ্ধারকারীরা গিরিপথের কাছাকাছি এলাকায় নিখোঁজ ছয় ব্যক্তির সন্ধানে যাত্রা শুরু করার আগে জেলার একজন শীর্ষ কর্মকর্তা একটি সভায় বক্তব্য রাখেন এবং উল্লেখ করেন যে ভূমিকম্পের পর ৭২ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পার হয়ে গেছে। সেই কর্মকর্তা নিখোঁজ লোকজনকে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। উদ্ধারকারী দল অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করতে ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। দলটি জানায় যে বৃষ্টিপাত'সহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে সতর্কতার সাথে অভিযান চালানো দরকার।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৬.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বিদেশি ঋণ: কোন পথে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ওপর বিদেশি ঋণের চাপ বাড়ছে। আর এখন ঋণ করে ঋণ পরিশোধের পথে হাঁটছে সরকার। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের জন্য সামনে সংকট অপেক্ষা করছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ দিতে হবে। আর কমাতে হবে দুর্নীতি। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে ঋণ পরিশোধ করতে হয় বিদেশি মুদ্রায়। সেজন্য বিদেশি মুদ্রা আয়ও বাড়াতে হবে। তবে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, "বাংলাদেশ কোনো খারাপ অবস্থায় নেই। ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আছে বাংলাদেশের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে ঋণগ্রস্ত দেশ।" সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ(সিপিডি) বলছে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ এখন দেড় লাখ টাকা। মাত্র তিন বছর আগে মাথাপিছু ঋণ ছিলো এক লাখ টাকা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপির তুলনায় সাড়ে ১৫ শতাংশ বিদেশি ঋণ নেওয়া হয়েছে। প্রতিবছরই এই অনুপাত বেড়েছে। সর্বশেষ গত অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২১.৮ শতাংশে। এই অনুপাত এখনো খারাপ অবস্থায় না গেলেও ঋণ পরিশোধের সক্ষমতার ওপর পরিস্থিতি নির্ভর করে। সিপিডির তথ্য বলছে, গত অর্থবছর শেষে মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাত হাজার ৭৬ কোটি ডলার, যা আগের এক যুগের মধ্যে তিন গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে গত অর্থবছরে সব মিলিয়ে ৪৭০ কোটি ডলার শোধ করতে হয়েছে। শুধু এক বছরের ব্যবধানেই এই ঋণ পরিশোধ ১১০ কোটি ডলার বেড়েছে। এমন অবস্থায় সরকার চলতি অর্থবছরেই দাতাদের কাছ থেকে আরো এক হাজার কোটি ডলার ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বলছে, গত জুলাই ডিসেম্বরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ বেড়েছে প্রায় ৪৯ ভাগ। ওই ছয় মাসে বিদেশি ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করতে হয়েছে ১৫৬ কোটি ডলার। আগের অর্থবছরে (২০২২-২৩) একই সময়ে যা ছিল ১০৫ কোটি ডলার। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ৪৮.৮২ ভাগ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে(২০২৩-২৪) মোট আসল ও সুদ পরিশোধ করতে হবে ৩২৮ কোটি ডলার। আগামী অর্থ বছরে যার পরিমাণ হবে ৪০০ কোটি ডলার। এরপর এর পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। ২০২৯-৩০ সালে যা হবে ৫১৫ কোটি ডলার।

সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের(সানেম) নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান বলেন," আমাদের যে ধরনের অর্থনীতি তাতে আমাদের ঋণ নিতে হবে। সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যই নিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা আমাদের আছে কী না। আমরা সঠিক প্রকল্পে ঋণ নিয়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করছি কি না।" তার কথায়," বাংলাদেশ এমন কিছু প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে যে সেইসব প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আরেকটি বিষয় হলো দুর্নীতি। প্রকল্পের সময় বাড়িয়ে খরচ বাড়ানো হয়েছে। আরো ঋণ নেয়া হয়েছে। সেটা আবার দুর্নীতির খাতে চলে গেছে। আমাদের তো ঋণ শোধ করতে হবে ডলারে (বিদেশি মুদ্রা)। তার জন্য আমরা প্রবাসী আয় এবং রপ্তানি আয়ের ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। বিদেশি বিনিয়োগ তো বাড়ছে না। সেটা না বাড়লে তো সমস্যা"। "আর আমরা বেশির ভাগ ঋণ নিয়েছি দ্বিপাক্ষিকভাবে(যেমন: রাশিয়া, চীন)। এই ঋণের সুদের হার বেশি। পরিশোধের সময়ও কম। আর এই ঋণে নজদারি কম থাকায় দুর্নীতিও বেশি। যারা ঋণ দেয় তারা কাঁচামাল, বিশেষজ্ঞসহ আরো অনেক কিছু তাদের দেশ থেকে নেয়ার শর্ত দেয়।"
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক শিক্ষক অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন," আমরা ঋণ করে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নিয়েছি এবং এখনো নিয়ে যাচ্ছি। এসব প্রকল্পে যত খরচ হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করেছি। এগুলো আমরা পুঁজি লুণ্ঠানের জন্য ব্যবহার করেছি। ফলে বাংলাদেশে প্রকল্পের খরচ বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এইসব কারণে ঋণ এখন ১০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। ২০২৫ সাল নাগাদ ঋণের কিস্তি পরিশোধের চাপ অনেক বেড়ে যাবে। আর ঋণ করেই আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে। " এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সরকারের উদ্যোগের প্রশ্নে তিনি বলেন," না, সরকারের আসলে কোনো উদ্যোগ নাই। যারা এইভাবে পুঁজি লুণ্ঠন করছে তারা সরকারের খুব ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার। তারা পুঁজি লুণ্ঠন করে দেশের বাইরে পাচার করছে। এই প্রক্রিয়াটার সঙ্গে সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন," প্রধানমন্ত্রী বলছেন অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প না নিতে। কিন্তু কথার সাথে বাস্তবের মিল নাই। রূপপুরে আরো দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করছেন। পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু সেটা কোন পর্যায়ে যাবে সেটা বলার সময় এখনো আসেনি," বলেন এই অর্থনীতিবিদ।
সদ্য সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এম এ মান্নান এমপি অবশ্য মনে করেন বিদেশি ঋণ পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। তিনি বলেন," আমি পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতো বলতে পারবনা। আমার কথা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মুহূর্তে বিশ্বের বৃহত্তম ঋণগ্রস্ত জাতি। সবচেয়ে বেশি ঋণ তাদের। এইভাবে খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে। আসলে এটা কোনো বিষয় নয়। বিষয় হলো, মানুষের জীবনযাত্রা কেমন। এখানে মূল্যস্ফীতি আছে। কিন্তু আমাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। এই ধরনের প্রবৃদ্ধির অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপ থাকে।" তার কথায়," প্রকল্প প্রয়োজনীয় ,অপ্রয়োজনীয় হতে পারে। আর এইসব প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে আমরা সেটা না বললেও সিস্টেমের করণে প্রকল্পের সময় ও খরচ বেড়েছে সেটা ঠিক। আসল কথা হলো নিয়ন্ত্রণে আছে কি না।" কতটা নিয়ন্ত্রণে আছে জানতে চাইলে বলেন," আমি বলব পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। মূল্যস্ফীতি শুধু বাড়ছে না কমছেও। বাড়া কমার মধ্যে আছে। এটা ভালো দিক। কিছু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আর সমাজের কিছু মানুষের নেতিবাচক মন্তব্য ছাড়া আর সব কিছু ঠিক আছে। সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আস্থা আছে। তবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ আরো বাড়াতে হবে। সরকার জানে কোথায় কোথায় সমস্যা আছে। সেটা সরকার ঠিক করে ফেলবে।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৬.০৪.২০২৪ রিহাব)

আমদানিতে ‘সচল’ দেশ, বয়কটে ‘অচল’?

যেসব পণ্য দেশে উৎপাদিত হয় না, সেগুলোতে বিদেশ নির্ভরতা থাকে। তাই বহু পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র এখনো চীন-নির্ভর। বাংলাদেশের পণ্যের বাজার বেশি নির্ভরশীল নয়টি দেশের ওপর। সেই তালিকায় সবার ওপরের দুটি নাম চীন ও ভারত। গত দশ বছরে বিশ্বের ২১৫টি দেশ থেকে সব মিলিয়ে ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ বা ৪ লাখ কোটি টাকার পণ্যই এসেছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, জাপান ও সিঙ্গাপুর – এই নয় দেশ থেকে। নয় দেশের মধ্যে আবার ৪৩ শতাংশ পণ্যই এসেছে চীন ও ভারত থেকে। ভারত থেকে বেশি আসে ভোগ্যপণ্য, আর চীন থেকে বেশি আসে প্রযুক্তিপণ্য। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, "পুরো বিশ্বটাই এখন গ্লোবাল ভিলেজ। কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সবাইকেই কারো না কারো উপর নির্ভর করতে হয়। এখন আমরা যে পণ্যটা ভালো বানাতে পারি, সেটাই বেশি করে বানাতে হবে। আবার অন্য পণ্য যারা ভালো করে তাদের কাছ থেকে আমাদের আনতে হবে। যেমন ধরেন, ব্রাজিলে হাজার হাজার হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়। এখন আমরা কি তিন ফসলি জমিতে আখ চাষ করব, নাকি ব্রাজিল থেকে এটা আমদানি করব? আবার দেখেন এখন আমরা ভারত থেকে গরু আনি না, দেশে গরুর উৎপাদন করতে খরচ বেশি হচ্ছে। এ কারণে মাংসের কেজি ৮০০ টাকা। কিন্তু ভারতের রাজস্থানে হাজার হাজার হেক্টর জমি খালি পড়ে আছে,

সেখানে গরু পালতে খরচ কম হয়। এখন আমরা যদি ভারত থেকে গরু আমদানি করি, তাহলে মাংসের দাম কমে যাবে। আবার দেখেন, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ ভাগ পণ্য চীন থেকে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজেদের তেল থাকলেও তারা কম দামের কারণে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল কেনে।"

বাংলাদেশে একজন মানুষের দিন শুরুর পর থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত যে-সব পণ্য প্রয়োজন তার প্রায় সবই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ভোগ্যপণ্যের মধ্যে চালে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ- এমন একটি ধারণা প্রচলিত থাকলেও প্রতি বছর চালও আমদানি করতে হয়। কয়েকদিন আগে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি পর্যায়ে ৩০ প্রতিষ্ঠানকে ৮৩ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ ও আতপ চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে চালের উৎপাদন ৩০ লাখ টন উদ্বৃত্ত হলেও সেই সময়েও বাংলাদেশ প্রায় ১০ লাখ টন চাল আমদানি করেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চালের উৎপাদন বেড়ে পৌঁছে যায় প্রায় ৩ কোটি ৯১ লাখ টনে, যা দেশের প্রধান খাদ্যশস্যের উদ্বৃত্ত বাড়ানোয় সহায়ক হয়। তবুও বাংলাদেশকে ১০ লাখ ৫৬ হাজার টন চাল আমদানি করতে হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ চালকল মালিক সমিতির সভাপতি এ বি এম খোরশেদ আলম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের কাছে তো কোনো তথ্য নেই। মন্ত্রণালয় থেকে যে তথ্য আমাদের দেওয়া হয় সেটাই আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি। আমরাও বুঝতে পারি না, যদি উদ্বৃত্তই হবে তাহলে আমদানি করতে হবে কেন? সরকার যেটা বলে, বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আমদানি, সেটাও আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সরকারের কত ধরনের ব্যবস্থা আছে এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য, সেগুলো প্রয়োগ করলেই তো হয়।" বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান খাত তৈরি পোশাক। এই খাতের কাঁচামালও আমদানি করতে হয়। তুলা, সুতা ও কাপড় আসে বিদেশ থেকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানি হয়েছে ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলারের পণ্য, যা মোট আমদানির ১৮ দশমিক ১১ শতাংশ। ভারত থেকে বর্তমানে তুলা আমদানি হচ্ছে বেশি। গত অর্থবছর দেশটি থেকে মোট আমদানির ৩১ শতাংশ ছিল তুলা, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ৪২২ কোটি ডলার। এ ছাড়া ২২১ কোটি ডলারের শস্য, ৭৭ কোটি ডলারের মোটরযান, ৫৭ কোটি ডলারের চিনি ও চিনিজাতীয় পণ্য, ৫৪ কোটি ডলারের জীবাশ্ম জ্বালানিও আমদানি করা হয় ভারত থেকে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ২৫ দশমিক ৫৯ শতাংশ পণ্য আমদানি হয়েছে চীন থেকে, যার জন্য খরচ হয়েছে ১ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলার। চীন থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি। দেশটি থেকে গত অর্থবছর ৪২৫ কোটি ডলারের যন্ত্রপাতি আমদানি হয়েছে। তারপর সবচেয়ে বেশি আমদানি হয়েছে বস্ত্র খাতের কাঁচামাল তুলা। গত অর্থবছরে চীন থেকে ২২৮ কোটি ডলারের তুলা আমদানি করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯১ কোটি ডলারের ইলেকট্রনিক পণ্য, ১৩৭ কোটি ডলারের নিট কাপড়, ১২২ কোটি ডলারের কৃত্রিম তন্তু আমদানি হয়েছে চীন থেকে।

ভারত ও চীনের নানা ধরনের পণ্যের উপর বাংলাদেশের এত নির্ভরশীলতার কারণ জানতে চাইলে গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কোনো ব্যবসায়ীকে কেউ তো আর বলেনি আপনি ভারত থেকে আমদানি করেন, চীন থেকে আমদানি করেন। ব্যবসায়ীরা যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে পান, সেখান থেকে আমদানি করেন। এটা অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন আমরা যদি মনে করি, এত আমদানি করব না, তাহলে চলবে না। আপনাকে প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করতে হবে। সবকিছুর কাঁচামাল আপনি নিজে উৎপাদন করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি উৎপাদনে যেতে পারেন, সেটা তো ভালো। আগে যেমন আমরা সাইকেল আমদানি করতাম, এখন দেশে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করছি। আবার সিমেন্টও আগে আমদানি করতাম, এখন উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করছি। এভাবে পারলে তো ভালো।" কোন ধরনের পণ্যের আমদানি-নির্ভরতা কমছে জানতে চাইলে বাংলাদেশ কসমেটিক্স ও ট্রয়লেট্রিজ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কবির ভূঁইয়া ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কসমেটিক্স জাতীয় পণ্যের আমদানি কমছে। এখন পুরো কসমেটিক্সের ২৫-৩০ ভাগ আমদানি হয়। আগে ৬০ ভাগের বেশি আমদানি হতো। এখন দেশে অনেক ফ্যাক্টরি হয়েছে। তবে এসব পণ্যের কাঁচামাল আসে বাইরে থেকে। এখানেও আমরা ভারতের উপর নির্ভরশীল। দেশে কসমেটিক্সের ক্ষেত্রে ভারতের একটা দারুণ প্রভাব রয়েছে। চাইলেই এটা বন্ধ করা যাবে না।" চিনির বাজার মাঝে মাঝে খুব অস্থির হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে চিনি বিক্রয় সমিতির সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ আলী ভুট্টো ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমাদের প্রতি বছর ২০ থেকে ২২ লাখ মেট্রিকটন চিনির চাহিদা আছে। এর মধ্যে মাত্র ৪০ থেকে ৫০ হাজার মেট্রিকটন দেশে উৎপাদিত হয়, বাকিটা আমদানি করতে হয়। 'র সুগার' বেশি আসে ব্রাজিল থেকে। এখন ভারত থেকেও আসে। আবার ভারত থেকে প্রস্তুতকৃত চিনিও আসে। এখন চিনি চোরাচালানে বেশি আসছে। সীমান্ত এলাকার বাজারগুলোতে ১০০ টাকায় এক কেজি চিনি পাওয়া যায়।" ভারতে এক কেজি চিনি ৪০ রুপিতে পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে কেন প্রতি কেজি চিনি ১৫০ টাকায় কিনতে হয়? এ প্রশ্নের জবাবে হাজী মোহাম্মদ আলী ভুট্টো ডয়চে ভেলেকে বলেন, "৪০ রুপি টাকায় কনভার্ট করলে ৬০ টাকা হয়। এরপর ৪০ থেকে ৪৫ টাকা পড়ে ট্যাক্স। মার্কেটিংসহ বাজারে আনতে কমপক্ষে ১৩০ টাকা পড়ে যায়। এর জন্য ব্যবসায়ীদের দায় দিয়ে লাভ নেই।"

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আমদানি বিষয়ক তথ্যে দেখা যায়, বাংলাদেশে আমদানি পণ্যের সবচেয়ে বড় উৎস চীন ও ভারত। দেশে শিল্পের মেশিনারিজ ও খাদ্যশস্যের বাজার যত বড় হচ্ছে, পণ্য সরবরাহে এ দুই দেশের অংশীদারত্ব ততই বাড়ছে। পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশের বাজারে ৬০ হাজার ৫৮৩ কোটি টাকার মেশিনারিজসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সরবরাহ করেছিল চীন। ২০২৩ সালে সেখান থেকে এসেছে ১ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য। অর্থাৎ, পাঁচ বছরের ব্যবধানে দেশের আমদানি পণ্যের বাজারে চীনের অংশীদারত্ব বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি। এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয়ের বড় একটি অংশই এলএনজি বা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস, এলপিজি, পুরোনো লোহার টুকরো (রড তৈরির প্রধান কাঁচামাল), ক্লিংকার (সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল), অপরিশোধিত সয়াবিন তেল, সার, অপরিশোধিত চিনি, তুলা (বস্ত্র খাতের কাঁচামাল), গম, পাম তেল, ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের দখলে। বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা (বাংলাদেশ) পুরোটাই আমদানি-নির্ভর। কারণ যে-সব পণ্য আমরা উৎপাদন করি, তার কাঁচামালও আমদানি করতে হয়। আমাদের বড় সোর্স হলো ভারত ও চীন। ফলে নিজের ক্ষতি না করে তাদের বয়কট করা কঠিন। এখন গার্মেন্ট চালাতে গেলে সুতার দরকার। সেটা কোথা থেকে আনবেন? সেটাও তো ভারত থেকে আসে। ফলে বর্তমানে বিশ্ব কেউ কাউকে ছাড়া চলা মুশকিল। তাতে নিজেরই বেশি ক্ষতি হয়।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:০৬.০৪.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে দেশবাসী-সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি

মহিমান্বিত রজনি পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে দেশবাসী-সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। শনিবার পবিত্র শবেকদর উপলক্ষ্যে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এ মোবারকবাদ জানান। সাহাবুদ্দিন বলেন, 'পবিত্র লাইলাতুল কদর মানবজাতির জন্য অত্যন্ত বরকত ও পুণ্যময় রজনী। মহিমান্বিত এই রজনিতে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দেশবাসী-সহ সমগ্র মুসলিম উম্মার জন্য মাগফিরাত ও কল্যাণ কামনা করে মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, 'মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অপার সুযোগ নিয়ে বরকতময় পবিত্র শবেকদর আমাদের মাঝে সমাগত।' এই মহিমান্বিত রজনি সবার জন্য ক্ষমা, বরকত, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক- মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করি।' আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অশেষ রহমত ও বরকত কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই। সমগ্র বিশ্ব মানবজাতির জন্য শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠুক। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

দেশের বাজারে আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম

দোরগোড়ায় পবিত্র ঈদুল ফিতর। আর এই ঈদের আগেই আরেক দফা বেড়ে ইতিহাস গড়ল স্বর্ণের দাম। ভরিতে ১ হাজার ৭৫০ টাকা বাড়িয়ে একভরি ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৮২৪ টাকা। শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস জানিয়েছে, রোববার থেকে নতুন এ দাম কার্যকর হবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের মূল্য বেড়েছে। ফলে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন দাম অনুযায়ী প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম পড়বে ১ লাখ ১৫ হাজার ৮২৪ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ১০ হাজার ৫৭৫ টাকা। চলতি বছর এ নিয়ে ৬ বার স্বর্ণের দাম সমন্বয় করল বাজুস। আর ২০২৩ সালে দাম সমন্বয় করা হয়েছিল ২৯ বার। এদিকে, বিশ্ববাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে স্বর্ণের দাম। (রেডিও টুডে:২১৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

এবারের ঈদ যাত্রায় কোথাও যানজট নেই : ওবায়দুল কাদের

মেঘনা টোল প্লাজায় বারটি বুথে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন ইটিসি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কে নির্মিত একটি রেলওভার পাস, সাতটি ওভার পাস ও দুটি সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শনিবার সকালে সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এই গুলো উন্মুক্ত করেন তিনি। পরে সেতুমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন ঘর মুখো যাত্রীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াতের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে জনগণের জন্য ঈদ উপহার হিসেবে এসব উন্মুক্ত করা হলো। ওবায়দুল কাদের বলেন রাস্তায় গাড়ির চাপ রয়েছে তবে যানজট নেই। রাজধানীতে ও যানজট নেই। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বান্দরবানে এখন যৌথ অভিযান চলছে। শিগগিরই এসব নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

পার্বত্য অঞ্চলকে অশান্ত করতে দেয়া হবে না: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মাত্র তিন দিনে পরপর কয়েকটি হামলা, ব্যাংক ডাকাতি, অপহরণ গোলাগুলি ও অস্ত্র লুটের ঘটনার পর পাহাড়ি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ-এর বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শনিবার বেলা ১১টায় বান্দরবানের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রুমা ও থানচিতে ব্যাংকে হামলাকারীরা কেএনএফ-এর সদস্য। পার্শ্ববর্তী দেশের সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে তাদের হাতে অস্ত্র এসেছে। এসব সন্ত্রাসীদের কঠোরভাবে দমন করা হবে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য অঞ্চলকে অশান্ত করতে দেয়া হবে না। হামলার ঘটনায় কারো গাফিলতে আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আগে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকা থেকে বান্দরবানে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

জলদস্যুদের হাতে আটক বাংলাদেশি নাবিকদের উদ্ধারে অনেক দূর অগ্রগতি হয়েছে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সোমালিয়ায় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি নাবিকদের উদ্ধারে অনেকদূর অগ্রগতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শনিবার সকালে চট্টগ্রামে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি কথা বলেন। হাছান মাহমুদ বলেন, দিনক্ষণ বলা সম্ভব না তবে আশা করছি খুব শিগগিরই বাংলাদেশি নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভব হবে। অস্থিতিশীল বান্দরবানের পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কুকি-চীনের যোগাযোগ রয়েছে। কুকি-চিন নির্মূলে সরকার সাঁড়াশি অভিযান চালাবে। তাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। (রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

এবারের ঈদ যাত্রায় এখন পর্যন্ত তেমন যানজট লক্ষ্য করা যায়নি

ঈদ পালন করতে নাড়ির টানে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে মানুষ। ঈদ যাত্রা দ্বিতীয় দিনের ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে উত্তরের যাত্রায় তেমন যানবাহনের চাপ লক্ষ্য করা যায়নি। মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিতগত যানবাহন চলাচল করছে স্বাভাবিক সময়ের মতোই। তবে খোলা ট্রাকে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে দেখা গেছে অনেককে। পুলিশ জানিয়েছে শুক্রবার মহাসড়কে যানবাহনের চাপ থাকলেও শনিবার ভোর রাত থেকে মহাসড়কে তেমন চাপ নেই। কোথাও কোনো যানজটের সৃষ্টি হয়নি এবং মহাসড়কে স্বস্তির ঈদ যাত্রার লক্ষ্যে প্রায় সাত শতাধিক পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে পারাপার হয়েছে প্রায় ২৯ হাজার যানবাহন।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

ঈদ যাত্রায় কয়েকটি ট্রেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আজ দেরিতে ছেড়ে গেছে

ঈদ যাত্রায় কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে কয়েকটি ট্রেন আজ দেরিতে ছেড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। সকালে ছটায় রাজশাহী গামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস স্টেশন ছাড়ার কথা ছিল কিন্তু ট্রেনটি পৌনে দু'ঘণ্টা দেরিতে ৭৪৫ মিনিটে স্টেশন ছেড়ে যায়। এরপর নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ গামী মোহনগঞ্জ কমিউটার ট্রেন ছাড়ার কথা ছিল ৮:১৫ মিনিটে, ট্রেনটি ৩৫ মিনিট দেরিতে ৮:৫০ মিনিটে স্টেশন ছাড়ে। একইসঙ্গে চট্টগ্রামী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেন সকাল আটটা ৪৫ মিনিটে স্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও এটি ৪০ মিনিট দেরিতে ৯:২৫ মিনিট দেরিতে কমলাপুর স্টেশন ছাড়ে।।(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

বগুড়ায় যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে তিনজন নিহত

বগুড়ায় যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেটকারের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বগুড়া রিজিওনের এসপি হাবিবুর রহমান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
(রেডিও টুডে:১৩৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে গোটা বাংলাদেশ গিলে খাবে : ওবায়দুল কাদের

বিএনপি-জামায়াতের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক ও সাবধান থাকার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এরা ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব গিলে খাবে, গণতন্ত্র গিলে খাবে, মানুষের নিরাপত্তা গিলে খাবে, গোটা বাংলাদেশ গিলে খাবে। শনিবার দুপুরে মতিঝিল টিএন্ডটি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে আওয়ামী যুবলীগের ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির এখন গলার জোর আর মুখের বিষ ছাড়া কিছু নেই, তারা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। শক্তি যখন কমে যায় তখন মুখের বিষ বেড়ে যায়। শক্তি কমে গেছে, নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি, আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিএনপির মাথাব্যথার কোনো কারণ নেই মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন ক্ষমতায় আছেন ততদিন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা নিরাপদ থাকবে- এই কথা আমি গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে চাই। তিনি বলেন, প্রতিদিন সকালে উঠে পত্রিকায় তাকালেই দেখি মির্জা ফখরুল বলছেন দেশে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। কোথায়? বাংলাদেশের একটা লোক না খেয়ে মরেছে? সংকট আছে, কষ্ট আছে কিন্তু ভয়াবহ কোনো সংকট এখানে নেই। দুনিয়ার অনেক দেশের চেয়ে আমরা ভালো আছি। আল্লাহর রহমতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের সংকট কেটে যাবে, আমরা আশা করি। শেখ হাসিনাকে মানবিক নেত্রী উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেখানে আওয়ামী লীগের মতো বড়

দলের বড় বড় পার্টি করার কথা, সেখানে আমরা পার্টি করছি না। শেখ হাসিনা বলেছেন, ইফতার গরিবের মাঝে বিতরণ করতে হবে। অথচ আজকে বিএনপি-জামায়াত একসাথে ইফতার পার্টি করে, আওয়ামী লীগের গীবত গায়। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ.০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

কুকি-চিন সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য না থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতা: রিজভী

কুকি-চিনের গোয়েন্দা তথ্য না থাকার ব্যর্থতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় রিজভী বলেন বান্দরবানে হামলাকারী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির কুফল। অস্ত্রের মুখে ম্যানেজারকে জিম্মি করা-সহ বান্দরবানের চলমান পরিস্থিতি দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

আজ পালিত হচ্ছে পবিত্র শবে কদরের রাত

আজ পবিত্র লাইলাতুল কদর বা শবে কদরের রাত। এ রাত মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত মহিমান্বিত একটি রাত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই রাতে ইবাদত বন্দেগির মধ্যে দিয়ে কাটান। ২০ রমজানের পর যে-কোনো বিজোড় রাত শবে কদর রাত হতে পারে। তবে ২৬ই রমজানের দিবাগত রাতেই শবে কদর আসে বলে আলেমদের অভিমত। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে অন্য সময় এক হাজার মাস এবাদত করলে যে সব পাওয়া যায় কদরের রাতের ইবাদতে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মত বাংলাদেশের মুসলমানরাও নফল ইবাদত, কোরআন তেলাওয়াত ও জিকির-আজগারের মধ্য দিয়ে এ রাত্রি অতিবাহিত করেন। শবে কদর উপলক্ষ্যে ২৭ শে রমজান সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। (রেডিও টুডে:১৮৪৫ ঘ. ০৬.০৪.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

গরমে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি, দীর্ঘসময় রোদে না থাকার পরামর্শ

রমজানের শেষ সময়ে এসে বেড়েছে তাপমাত্রা। গত কয়েকদিন ধরেই বয়ে যাচ্ছে দাবদাহ। রোজা রেখে মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে চাকরি, ঈদের কেনাকাটা ও নানান কাজে। তবে ঘর থেকে বের হয়েই তীব্র দাবদাহে অস্বস্তিতে পড়ছে সাধারণ মানুষ। ঘরে থাকা মানুষেরও গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা। এরই মধ্যে ঢাকাসহ দেশের চার বিভাগে হিট অ্যালার্ট জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যাও। প্রচণ্ড গরমে কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের বাইরে বের হওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে। একটুতেই শরীর ঘেমে ভিজে উঠছে। তবে রোজার সময় হওয়ায় দিনের বেলায় পানি পানের সুযোগ পাচ্ছেন না রোজাদাররা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত ঘাম ও তীব্র রোদে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

হিট স্ট্রোক হচ্ছে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা বাড়ার ফলে তৈরি হওয়া এক ধরনের জটিলতা। গরমে অতিরিক্ত ঘামলে মানুষের শরীর ডিহাইড্রেড হয়ে পড়ে। এর ফলে ডায়রিয়া, হিট স্ট্রোক, কলেরা, শ্বাসকষ্ট, খিঁচুনি, পেটের সমস্যা, সর্দি-জ্বর, হাঁপানি, গ্যাসের সমস্যা, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, ত্বকে সমস্যাসহ নানান ধরনের অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। বিশেষ করে বয়স্ক, শিশু ও অন্তঃসত্ত্বাদের এ ঝুঁকি বেশি। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কিছু বেশি। এটি ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের চেয়ে বেশি হলেই হিট স্ট্রোক হতে পারে। এ সমস্যায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসা না পেলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

পাহাড়ে যৌথ অভিযান চলছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে : সেতুমন্ত্রী

বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে পৃথক তিনটি ব্যাংকে ডাকাতি, পুলিশ ও আনসারের অস্ত্র লুট, থানায় হামলা ও ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণের ঘটনায় পাহাড়ে যৌথ অভিযান চলছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। শনিবার, ৬ই এপ্রিল বেলা সাড়ে ১১টায় সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-২ এর আওতায় নির্মিত ৫টি ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা প্রান্তে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, 'পাহাড়ে হামলার ঘটনায় তদন্ত চলছে, সব বেরিয়ে আসবে। এরা ক্ষুদ্র জঙ্গিগোষ্ঠী, মনে করি না অন্য কোথাও থেকে মদত পাচ্ছে। মিজুরাম থেকে মদত পাচ্ছে বলেও মনে করি না।' পাহাড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল শুক্রবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র তৎপরতা নিয়ে সরকার কঠোর অবস্থানে। সেখানে যৌথ অভিযান চলছে। অচিরেই শিগগীরি পরিস্থিতি শান্ত হবে।' মন্ত্রী বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কিছু কিছু সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করেছে। এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়িতে নেই। শুধু আছে বান্দরবানে। এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কিছু তরুণ অস্ত্রশস্ত্রসহ মহড়া দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। আশা করি অচিরেই পরিস্থিতি শান্ত

হবে।' এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর এই সশস্ত্র তৎপরতার ঘটনায় গোটা পার্বত্য অশান্ত হবে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই বলেও জানান তিনি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কে ৮ ওভারপাস, ২ সেতু চালু

মেঘনা টোল প্লাজায় ১২টি বুথে ই টি সি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও এলেঙ্গা- হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়কে নির্মিত ১টি রেল ওভারপাস, ৭টি ওভারপাস ও ২টি সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শনিবার, ৬ই এপ্রিল সকালে সচিবালয়ের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এগুলো উন্মুক্ত করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এগুলো প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার হিসাবে ঘরমুখো মানুষের জন্য আমরা আজ উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা সেতু ও মেঘনা-গোমতী সেতুর টোলপ্লাজায় ২০১৬ সাল থেকে সীমিত পরিসরে একটি করে লেনে ইটিসি কার্যক্রম চালু আছে। মেঘনা সেতুর টোলপ্লাজায় বিদ্যমান কম সংখ্যক টোল বুথগুলোর মাধ্যমে যানবাহন থেকে টোল কালেকশন, বিশেষ করে ঈদের সময় যানজটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষমান থেকে টোল পরিশোধ করার কারণে জনভোগান্তি বেড়ে যায়। সে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় টোল কালেকশনকে অধিকতর প্রযুক্তি নির্ভর করা এবং জনভোগান্তি লাঘবে বিদ্যমান মেঘনা সেতু টোলপ্লাজার পাশে নতুন আরেকটি টোলপ্লাজা নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এতে জানানো হয়, ঢাকা জোনের আওতায় আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধাসহ প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন এ টোলপ্লাজায় ৬টি নতুন টোল কালেকশন বুথের সংস্থান রয়েছে। ফলে বিদ্যমান পুরাতন টোলপ্লাজা ৬টি এবং নবনির্মিত মেঘনা টোল প্লাজা-২ এর নতুন ৬টিসহ সর্বমোট ১২টি টোল বুথের মাধ্যমে টোল কালেকশন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ১২টি টোল বুথের সবকটিতেই ক্যাশ ও ক্যাশলেস বা ইটিসি ট্রানজেকশনের মাধ্যমে টোল দেওয়া যাবে। ফলে যে-সব যানবাহন ইটিসি পদ্ধতিতে টোল দেবে তারা বিরতিহীনভাবে অর্থাৎ টোলপ্লাজায় না থেমেই দ্রুততম সময়ে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এতে টোলপ্লাজায় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে টোল দেওয়ার চিরাচরিত ভোগান্তি আর থাকবে না।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযানের ঘোষণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

তিনটি ব্যাংকে ডাকাতি ও অস্ত্র লুটের ঘটনায় যারাই জড়িত থাকুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। এছাড়া ব্যাংকে ডাকাতি, অস্ত্র লুটের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যৌথ বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হবে বলেও জানান মন্ত্রী। শনিবার, ৬ই এপ্রিল রুমায় ব্যাংক পরিদর্শনকালে রুমা উপজেলা কমপ্লেক্সে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। এছাড়া এ ঘটনা ঘটার আগাম তথ্য দেওয়ার বিষয়ে যদি গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি, বিজিবি প্রধান মেজর জেনারেল মোঃ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, আনসার ভিডিপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক, পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাকে বিএনপির নেতাকর্মীরাই সাড়া দেয়নি : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য তারেক জিয়াই যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। মন্ত্রী বলেন, 'যতদিন তারেক জিয়া তাদের নেতা থাকবে, বিএনপির ততদিন কোনো সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতপক্ষে বাজার অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিএনপি ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই ডাকে দেশের কেউ সাড়া দেয়নি, এমনকি বিএনপির নেতা-কর্মীরাও সাড়া দেয়নি। বাজার আমরা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। অনেক পণ্যের দামও কমেছে।' শনিবার, ৬ই এপ্রিল বেলা সাড়ে ১১টায় চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানজি পুকুর লেনস্থ ওয়াইএনটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'হরর সিনেমা যখন দেখা হয় তখন দেখা যায় দৈত্য মানুষ পোড়ায়, আবার সেই পোড়া মানুষের মাংস খায়। বিএনপি যেভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করেছে, মানুষের ওপর হামলা করেছে, জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, তারা তো দৈত্য। হরর মুভিতে দেখা এসব বিএনপির বেলায়ও প্রযোজ্য। হরর মুভির মতো বিএনপি একটি রাজনৈতিক দৈত্যের দল।' পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ বিদেশি সহযোগিতা নিয়ে ব্যাংক লুট, ডাকাতিসহ সাম্প্রতিক নানান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'তাদের সঙ্গে আশপাশের সন্ত্রাসীদেরও যোগাযোগ আছে, পার্শ্ববর্তী দেশে যারা এরই মধ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তাদের অস্ত্রশস্ত্র এদের কাছে এসেছে বলে জানা গেছে। দেখুন, তাদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়েছে, এরই মধ্যে ব্যাংক ম্যানেজারকে মুক্ত করা হয়েছে। তাদের নির্মূল করতে সরকার বদ্ধপরিকর।' সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে আটক এমভি আবদুল্লাহর নাবিকদের ঈদের আগে কাছে পেতে স্বজনরা আকুল আবেদন

জানিয়েছেন, নাবিক ও জাহাজের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা কতটুকু এগিয়েছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের প্রচেষ্টা আছে, সর্বমুখী প্রচেষ্টা পরিচালনা করা হচ্ছে। যারা হাইজ্যাক করেছে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলছে। নাবিকরা ভালো আছেন। তাদের খাবার-দাবারেরও কোনো অসুবিধা নেই, তারা কেবিনে আছেন। যেহেতু আলোচনা অনেকদূর এগিয়েছে, আশা করছি সহসা তাদের মুক্ত করা সম্ভবপর হবে।' বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'সেই জাহাজের আশপাশে বিদেশি জাহাজও প্রস্তুত আছে। আলোচনার পাশাপাশি হাইজ্যাকারদের ওপর নানামুখী চাপও রয়েছে। আমরা আশা করছি সহসা জাহাজ এবং নাবিকদের মুক্ত করা সম্ভব হবে। সেজন্য দিনক্ষণ বলা সম্ভবপর নয়। তবে, এক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। জাহাজে যারা চাকরি করেন, ঈদের আগে পরে হিসাব করে তাদের কোনো ছুটি হয় না। তারা যান ছয় মাস কিংবা এক বছরের জন্য। এই জাহাজ যদি হাইজ্যাক নাও হতো তাদের ঈদের আগে জাহাজ ছেড়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথা ছিল না।' ড. হাছান মাহমুদ আরো বলেন, 'কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এবং মজুতদার চেষ্টা করেছিলেন বাজার অস্থিতিশীল করার জন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিএনপির ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক। ঈদকে সামনে রেখে সবসময় বাংলাদেশে অসাধু সিন্ডিকেট চক্র সক্রিয় হয়। সেটিকেও কঠোর হস্তে দমন করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আমি গণমাধ্যমকে অনুরোধ জানাবো, রমজানের সময় বাজার যে মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল আছে এবং কিছু কিছু পণ্যের দামও যে কমেছে সেটিও প্রচার করা দরকার। কোনো পণ্যের দাম বাড়লে গণমাধ্যমে সেটি যেমন প্রচার হয়, পণ্যের দাম কমলে সেটিও প্রচার করা দরকার।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

পাহাড়ে কুকি-চিনের নৃশংসতায় সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছে : জি এম কাদের

বান্দরবানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট, কেএনএফ-এর কয়েক দিনের সন্ত্রাসী হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। শনিবার, ৬ই এপ্রিল এক বিবৃতিতে পার্বত্য অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য হতাশা প্রকাশ করেন ও দায়ী কারণসমূহ নির্ণয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান জাপা চেয়ারম্যান । বিবৃতিতে জি এম কাদের বলেন, 'কেএনএফ-এর সদস্যরা কয়েকদিন ধরে তাণ্ডব চালাচ্ছে বান্দরবানে। তারা ব্যাংক ডাকাতি, ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ, ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা ও বাজারে লুটপাট করছে। পুলিশ থানা ও নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্টে আক্রমণ চালিয়ে পাহাড়ি এলাকার মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। তাদের নৃশংসতায় সাধারণ মানুষ জিম্মি হয়ে পড়েছে। আতঙ্কে ঘর থেকে বের হতে পারছে না মানুষ। মুখ থুবড়ে পড়েছে পাহাড়ের পর্যটন শিল্প।' বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, 'জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা অত্যন্ত জরুরি।' কেএনএফ-এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সড়কে আনফিট গাড়ি নামালে কঠোর ব্যবস্থা : বিআরটিএ চেয়ারম্যান

ঈদে আনফিট গাড়ি নামার সুযোগ নেই, কেউ যদি বের করে, সেটি জানালে তাৎক্ষণিকভাবে লোকাল প্রশাসনের মাধ্যমে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার। শনিবার, ৬ই এপ্রিল গাবতলী বাস টার্মিনালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গিয়ে বিআরটিএ চেয়ারম্যান একথা বলেন। তিনি বলেন, 'গার্মেন্টস মালিকদের রিকুইজিশন দিতে বলেছি, যাতে আনফিট গাড়ি না নিয়ে বিআরটিসির বাস নিতে পারে। সুতরাং এখানে আনফিট গাড়ি রাস্তায় নামার সুযোগ নেই। এছাড়া যে-সব জায়গা থেকে আনফিট গাড়ি বের হওয়ার চেষ্টা করে সেগুলো বন্ধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে আমরা নজরদারিতে রেখেছি। এছাড়া ঈদের সময় কিছু আনফিট গাড়ি রাস্তায় নেমে আসে, এমন একটি কমন অভিযোগ থাকে প্রতিবছরই। এবার কোনোভাবেই যাতে আনফিট গাড়ি রাস্তায় নামতে না পারে, এজন্য আমরা বিআরটিসির ৫৫০টি বাস রিজার্ভেশনে রেখেছি। তিনি আরো বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা এই টার্মিনালগুলো পরিদর্শন করি মানুষের ঈদযাত্রা যাতে স্বস্তিদায়ক হয়। গাবতলী বাস টার্মিনালে আমাদের মোবাইল কোর্ট, ভিজিলেন্স টিম, মনিটরিং টিম কাজ করছে। আমি এখানে বিভিন্ন টিকেট কাউন্টার ঘুরে দেখলাম, বেশিরভাগ জায়গায় ভাড়া কম নেয়া হচ্ছে।' নূর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, 'দুই-এক জায়গায় রুট ভুল লিখেছে। তাই ওই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করতে বলেছি। এখানে যাত্রীরও তেমন ভিড় নেই, পাশাপাশি অতিরিক্ত ভাড়ার অভিযোগ দেখছি না।' বিআরটিএ এর পক্ষ থেকে প্রতিটি কাউন্টারে ভাড়ার তালিকা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'এটা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট, ভিজিলেন্স টিম সদস্য দেখছে। মালিক সমিতির নেতারাও এই ব্যাপারে সিরিয়াস, যাতে তাদের বদনাম না হয়। যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে তিনি আরো বলেন, আপনারা ভাড়ার চার্ট দেখে ভাড়া দেবেন, সেই তালিকা অনুযায়ী ভাড়া দেবেন। অতিরিক্ত এক টাকাও ভাড়া দেবেন না। যদি কেউ অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করে টিকিট কাটার আগে আমাদের ভিজিলেন্স টিমের কাছে অভিযোগ করবেন। যদি এর পরেও কোনো সুরাহা না হয় তাহলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা নেবে।' এবারের ঈদযাত্রা নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও স্বস্তিদায়ক হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

জনগণ চাইলে কুকি-চিনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ জনগণের সরকার। তাই জনগণ যদি চায় কুকি-চিন, কেএনএফ-এর সঙ্গে শান্তি আলোচনা করা হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। শনিবার, ৬ই এপ্রিল বিকেল সোয়া ৩টার দিকে বান্দরবান সার্কিট হাউজে জেলার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভা শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন। ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় বেলা ১১টায় রুমা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, আনসার ব্যারাক, সোনালী ব্যাংক ও মসজিদ পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় বান্দরবান সদরের সার্কিট হাউজে জেলার আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত মত বিনিময় সভায় যোগ দেন তিনি। সেখানে বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিকসহ বিভিন্ন দফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে দুই ঘণ্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলা একসময় খুব শান্তিপ্রিয় ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ব্যাংক ডাকাতি, অস্ত্র লুট ও অপহরণের মতো বড় ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে। এর আগেও এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে। এদের পেছনে কোনো ইন্ধন আছে কি না তা বের করে আনা হবে। ডাকাতির ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হবে।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ব্যাংক ডাকাতির মতো এ ঘটনায় কোনো সংস্থার দায়িত্ব পালনে কোনো ঘাটতি বা গাফিলতি ছিল কি না তা খতিয়ে দেখে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' এসময় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, সাবেক মন্ত্রী ও বান্দরবান আসনের এমপি বীর বাহাদুর উশৈসিং, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ মোস্তাফিজুর রহমান, পুলিশের মহাপরিদর্শক, আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, বিজিবি প্রধান মেজর জেনারেল মোঃ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী, র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মাহাবুবুর রহমান, আনসার-ভিডিপির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম, বান্দরবান রিজিয়ন কমান্ডার মেহেদি হাসান, বান্দরবান জেলা প্রশাসক শাহ মুজাহিদ উদ্দিন ও পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

পশ্চিমবঙ্গের আদলে ১৬ হাজার কিশোরী পাবে সরকারি বাইসাইকেল

সবুজ সাথী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছর সরকারিভাবে বাইসাইকেল পান কয়েক হাজার শিক্ষার্থী। এ আদলে বাংলাদেশে প্রাথমিকভাবে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত ১৬ হাজার কিশোরীর মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ষষ্ঠ শ্রেণি পড়ুয়া পিছিয়ে পড়া ছাত্রীরা পাবে এসব বাইসাইকেল। প্রতিটি সাইকেলের মূল্য ধরা হয়েছে ১৪ হাজার টাকা। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করবে মহিলা বিষয়ক অধিদফতর। মহিলা বিষয়ক অধিদফতর সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে আট জেলায় বাইসাইকেল পাবে ১৬ হাজার কিশোরী। 'কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ উদ্যোগ। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৫ কোটি টাকা। চলতি সময় থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব করেছে মহিলা বিষয়ক অধিদফতর। সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনও প্রকল্পের ওপর ইতিবাচক মতামত দিয়েছে। প্রকল্প প্রসঙ্গে মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের সহকারী পরিচালক, পরিকল্পনা মোহাম্মদ কামাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, 'কিশোরী ক্ষমতায়নে স্কুলগামী ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান' প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। আমরা পিইসি সভাও করেছি। প্রাথমিকভাবে ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে সাইকেল দেওয়া হবে। এটা এক ধরনের পাইলট প্রকল্প। প্রকল্পের সুফল মিললে দেশব্যাপী প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।' বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ, স্কুলগামী ছাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, কিশোরী ক্ষমতায়ন, সহজ ও নির্ভয়ে পথচলা। নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশের পথ সুগম করা, কিশোরীদের নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করবে এ প্রকল্প। বাইসাইকেল দেওয়ার মাধ্যমে আটটি বিভাগের আটটি জেলার ৪৮টি উপজেলার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে সহায়তার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং ১৬ হাজার স্কুলগামী দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রীর স্কুলে যাতায়াত নিরাপদ ও সহজ করা হবে। স্কুলগামী ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ করার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতা বাড়িয়ে নেতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কিশোরীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে এ প্রকল্প। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৬.০৪.২০২৪ প্রতীক)

BBC

ISRAEL URGED TO PUBLISH FULL REPORT ON AID TEAM DEATHS

Food charity World Central Kitchen (WCK) has called for an independent investigation into the killing of seven of its staff by Israeli drone strikes in Gaza. It comes after the Israel Defence Forces (IDF) said grave mistakes led to the fatal targeting of the workers. An Israeli

military inquiry led to two senior officers being dismissed. However, the CEO of the aid group said the Israeli military cannot credibly investigate its own failure in Gaza. In a statement, Erin Gore continued: "The IDF's apologies for the outrageous killing of our colleagues represent cold comfort. It's cold comfort for the victim's families and WCK's global family." (BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

TRACKING THE WORLD'S BIGGEST ICEBERG AS IT DRIFTS TOWARDS OBLIVION

The world's biggest iceberg - more than twice the size of Greater London - is on the move. After a few weeks loitering on the fringes of Antarctica, it's begun to drift at pace once more. A23a, as its known, broke away from the Antarctic coastline way back in 1986, but it's only recently begun a big migration. For more than 30 years, it was struck rigidly in the bottom-muds of the Weddell Sea like a static ice island, A 350m-deep keel had anchored it in place. It took gradual melting until 2020 to allow the berg to re-float and start moving again, slowly at first, before current and winds then swept it north towards warmer air and waters.
(BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

MEXICO CUTS TIES WITH ECUADOR AFTER EMBASSY STORMED

Mexico is cutting ties with Ecuador after police stormed the Mexican embassy in Quito to arrest former Ecuadorian Vice-President Jorge Glas. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador said they had forcibly entered the embassy in a flagrant violation of international law. Glas took refuge in the embassy last December after Ecuador issued an arrest warrant against him for alleged corruption. Glas's lawyer said he was innocent. Glas served as Ecuador's vice-president between 2013 and 2017. He was relieved of his duties because of mounting corruption allegations against him.
(BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

RUSSIAN DRONE STRIKES ON KHARKIV KILL SIX : OFFICIALS

At least six people have been killed in a Russian drone attack on the Ukrainian city of Kharkiv, local officials say. Mayor Ihor TereKhov said Iranian-made Shahed drones had hit several buildings, including apartment blocks, early on Saturday. Attacks on Kharkiv, the closest big city to the Russian border, have been intensifying in recent weeks. Ukrainian officials have said the city might be the target of a future Russian offensive.
(BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

BIDEN VOWS TO HELP BALTIMORE RECOVER RAPIDLY

US President Joe Biden vowed to "move heaven and earth" to help Baltimore recover from a deadly bridge collapse that blocked the city's port. He added the government will help you rebuild and maintain all the business and commerce that's here now. Along with killing six workers, the collapse trapped a massive ship in one of the busiest ports on the East Coast, used by companies such as Amazon. So far, $60m has been earmarked for the clean-up effort. (BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

SIX RUSSIAN PLANES DESTROYED BY DRONES: UKRAINE

Ukraine has carried out a drone attack against targets in southern Russia and claims to have destroyed six Russian planes at an airbase in Rostov region. Security sources told BBC Ukrainian eight more aircraft were badly damaged, while 20 service personnel could have been killed or injured. The Morozovsk base houses SU-27 and SU-34 aircraft used on front line in Ukraine, the sources said. There has been no word from Russia on reports of an airfield attack. (BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

FRENCH PUPIL DIES AFTER BEING BEATEN NEAR SCHOOL

There are renewed concerns over levels of violence in French schools after two young teenagers were the victims of attacks, one of them fatal. A 15-year-old boy named as Shamesddin died in hospital on Friday. The news came a day after he was beaten by a group of youths near his school in Viry-Chattilon in the southern Paris suburbs. "This extreme violence is becoming commonplace," said the town mayor, Jean-Marie Vilain. Mr Vilain toldd French media the boy was walking home after a music class at about 16:30 local time on Thursday when he was set upon by a group of youths.
(BBC Web Page: 06/04/24, FARUK)

::The End::